দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 30.MAY 1994.
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৮ ...

বাংলা বানান অভিধানের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা একাডেমীর "বাংলা বানান অভিধান" প্রকাশিত হয়েছে। অভিধানে প্রায় ৫৩ হাজার শব্দের বানান রয়েছে। এর প্রথম সংস্করণে পাঁচ হাজার কপি ছাপানো হয়। এর প্রতি কপির দাম রাখা হয়েছে একশত টাকা। এটি সংকলিত ও সম্পাদনা করেন জামিল চৌধুরী।

"বাংলা বানান অভিধান" প্রকাশনা উপলক্ষে রোববার বিকালে বাংলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মহাপরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন–উর–রশিদ এই প্রকাশনাকে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটি গৌরবময় ঐতিহাসিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। জামিল চৌধুরীও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

মহাপরিচালক বাংলা বানান প্রমিতকরণের কথা উল্লেখ করে বলেন, বানানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন কোন সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম চালু করা সম্ভব হয়নি। ইতিপূর্বে বিদেশে প্রকাশিত বানান পদ্ধতির একটি বই বাংলাদেশে সংবাদপত্রে বিতরণ করা হয়। এতে আমরা উদ্বেগ বোধ করি। এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির রিপোর্ট ১৯৯২ সনের নবেম্বরে গৃহীত হয়। রিপোর্টটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছে পাঠানো হয়। চলতি বছরে ২১ ফেব্রুয়ারির সময় সরকার এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একুশের শ্লোগান হিসাবে "শুদ্ধ বানানে বাংলা লেখা"র আবেদন জানান। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলা একাডেমী কর্তৃক যে পোস্টারটি প্রকাশ করা হয়, তাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়।

প্রফেসর হারুন–উর–রশিদ জানান, বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান রীতি, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গৃহীত বানান রীতি সবই বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান রীতিকে এসবের সুন্দর সমন্বয় বলা যেতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য একটি অভিন্ন বানান পদ্ধতি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলা। কোন নিয়ম নীতিই জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না। তবে যেখানে কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন নিয়মই নেই সেখানে মানুষ কোন নীতি অনুসরণ করবে। বাংলা একাডেমীর "প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম" সে অভাব পূরণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিগত প্রজন্মের মানুষ যারা, তাদের অনেকেরই এই নতুন রীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সময় লাগবে। তবে তাঁরাও এখন গর্বের সঙ্গে বলতে পারবেন, আমাদের একটি নিজস্ব বানান রীতি আছে। এই অভিদান বহুল ব্যবহৃত হলে বানানের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটবে।

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে জানান, জুলাইয়ের শেষ নাগাদ বাংলা একাডেমীর আরেকটি উদ্যোগ "বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশনারী" প্রকাশিত হবে। ইতিপূর্বে "ইংলিশ-বেঙ্গলি ডিকশনারী" প্রকাশিত হয়েছে।

জামিল চৌধুরী জানান, "বাংলা বানান–অভিধান"–এ বহু উপাদান সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন "যানজট" বা "সেশনজট" শব্দ। যারা অভিধানটি ব্যবহার করবেন তারা অভিধানে অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলোর সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত। এসব শব্দের বানানের ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে অথবা একাধিক অভিধানসিদ্ধ বানানের মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করবেন তা নিয়ে দ্বিধান্বিত হলে এই অভিধান তাদের সাহায্য করবে।